গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.০৪২.২০১৮-৮৭৪

তারিখঃ ১৪ পৌষ ১৪২৯ / ২৯ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়ঃ "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" মনিটরিং টিমের ১ম সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম, আহবায়ক, স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিম এবং অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে মনিটরিং টিম এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৯/১২/২২

মোঃ আকবর হোসেন
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৩৭০
lgws2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন/পরিকল্পনা/পাস/মনিটরিং ও মূল্যায়ন/প্রশাসন/উন্নয়ন/নগর উন্নয়ন-১/ পলিসি সাপোর্ট/ইউপি) স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩। জনাবা শাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৪। জনাব আবু নাসের অনীক, প্রকল্প কর্মকর্তা, এইড ফাউন্ডেশন, ঢাকা

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য):

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়ঃ "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" মনিটরিং টিমের ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম আহবায়ক, স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিম এবং অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	১৪ ডিসেম্বর ২০২২, সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রথমেই কমিটির সদস্য সচিব জনাব মো: আকবর হোসেন, উপসচিব (পানি সরবরাহ-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবগত করেন। তিনি বলেন মনিটরিং টিম এর কাজ হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্দেশিকা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা। অত:পর সভাপতি এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক জনাব শাগুফতা সুলতানাকে তার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

০২। শাগুফতা সুলতানা সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন, এইড ফাউন্ডেশনসহ আরো ২ (দুই)টি সংস্থা ৩ টি বিভাগে (খুলনা, বরিশাল, ঢাকা ও রাজশাহী-আংশিক) প্রায় ২০ হাজার তামাক বিক্রয় কেন্দ্র ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নথিভূক্ত করেছে। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) এর নিকট নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে মনিটরিং করার নির্দেশনা পত্র ইস্যু করেছে। ৪ (চার)টি সিটি কর্পোরেশন ও ২১ (একুশ)টি পৌরসভাকে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনার ৯টি পৌরসভা, ঢাকা জেলার ৩ টি পৌরসভা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, লাইসেন্স পরিদর্শক ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের সমন্বয়ে গাইডলাইন নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন, সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে রাজশাহী ও খুলনার অনুরূপ চিঠি প্রদান করা, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদেরকে লাইসেন্স গ্রহণের আহবান জানিয়ে স্থানীয়ভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা এবং নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে মনিটরিং এর ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রেজেন্টেশন শেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদেরকে মুক্তভাবে আলেচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

০৩। জনাব নুমেরী জামান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি ফরওয়ার্ড করতে হলে আমাদেরকে মনিটরিং এর টুলগুলো ডেভেলপ করতে হবে। কোন প্রক্রিয়ায় মনিটরিং করা হবে এবং এক্টিভিটিসগুলো ডেভেলপ করতে হবে সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে। প্রেজেন্টেশনে যে প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে সেটা খুবই সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে।

০৪। জনাব মো: কামাল হোসেন, যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট), স্থানীয় সরকার বলেন, আজকে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নির্দেশিকা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিভাবে এটা বাস্তবায়ন করবে সেটি মূখ্য বিষয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন দিবেন স্থানীয় সরকার বিভাগকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে আমাদের সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা কিভাবে মনিটরিং করবো সেটাই আলোচনা করতে হবে।

০৫। জনাব মোহাম্মদ ফজলে আজিম, যুগ্ম সচিব (ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে তামাক বিক্রেতাদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয় সেটা আরো কঠিন করা প্রয়োজন। আরো বেশি যাচাই-বাছাই করে কঠিন শর্তারোপ করা উচিত।

০৬। জনাব তানভীর আজম ছিদ্দিকী, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) বলেন লাইসেন্সিং এর বিষয়টি আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনের সাথে এলাইন করেই তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের কাজ হবে সে আঙ্গিকে এটা প্রয়োগ করা। এক্ষেত্রে গাইডলাইন কিছুটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন ১০০ মিটার পরিবর্তন করে এটার পরিধি আরো বেশি করা প্রয়োজন। লাইসেন্সিং অথরিটি জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন কন্ট্রাডিকশন থাকলে সেটা আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমাদের মনিটরিং সিস্টেম আরো জোরদার হবে। যে সিগারেট আমাদের ক্ষতি করছে তার জন্য আরো বেশি করারোপ করা উচিত।

০৭। জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সমন্বয়ক এনটিসিসি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। লাইসেন্স দেওয়ার বিধান খুবই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। তামাক নিয়ন্ত্রণ একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। তামাকের ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। যেহেতু এটা এখনই বন্ধ করা যাচ্ছেনা তাই এই মুহূর্তে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এফসিটিসি এর আলোকে আইন তৈরি করা হয়েছে ২০০৫ সালে এবং সংশোধন আনা হয় ২০১৩ সালে। ১১৮ টি দেশ ইতোমধ্যে ডিএসএ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও তা সম্ভব হবে। এখানে লাইসেন্স দেওয়ার অর্থ এটাকে রেগুলেট করা। তবে লাইসেন্স দিলে বিক্রেতার টোটাল সংখ্যা জানা যাচ্ছে। তিনি উদাহরন হিসেবে বলেছেন যে, নিউজিল্যান্ড প্রথমে ৬ হাজার লাইসেন্স দিয়েছিলো, সেটা এখন ৬০০। গাইডলাইনে যে মনিটরিং এর বিষয় উল্লেখ আছে সেটি ডিজিটালাইজড করা যেতে পারে। একটা এপস এর মাধ্যমে সকল তথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। গাইডলাইন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে আমরা অনেক খরচ কমিয়ে আনতে পারবো। ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য তামাক চাষের পরিবর্তে খাদ্য ফসল চাষ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

০৮। সভাপতি, স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট, আহবায়ক মনিটরিং টিম এবং অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) জনাব খাইরুল ইসলাম সভাকে অবহিত করেন, গাইডলাইন প্রতিপালন করার জন্য ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এখন যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো গাইড লাইনের বাস্তবায়ন ও মনিটর করা। এটার অগ্রগতি কী পর্যায়ে আছে সেটা জানতে চেয়ে একটা চিঠি ইস্যু করতে হবে। বাস্তবতার আলোকে গাইডলাইনটি রিভিউ করা প্রয়োজন। লাইসেন্সিং এর বিষয়টি সিলিং এর আওতায় আনতে হবে। পাঁচ বছর পর আমরা এটা রিভিউ করে দিবো। এ বিষয়ে আমাদের একটা রোডম্যাপ থাকতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আমাদের দেশের বাস্তবতার নিরীখে করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এবং কাউন্সিলিং করতে হবে। বাংলাদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আছে কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নাই। বিশ্বব্যাপী তামাকের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমরা শুধু ধূমপানের কথা বলছি। কিন্তু জর্দ্দাও তামাকের আওতাভূক্ত। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণে গাইডলাইন বাস্তবায়নের বিষয়ে একটা এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে একসাথে একযোগে কাজ করবে।

০৯। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়েন
১	স্থানীয় সরকার বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য গাইডলাইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে একটি এজেন্ডা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	সমন্বয় ও কাউন্সিলা শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২	সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় (স্থানীয় সরকার) থেকে গাইডলাইন বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ শাখা
৩	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্টকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের রিপোর্ট মনিটরিং টিমের ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	পাস-২ শাখা
৪	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটির সভা করতে হবে।	পাস-২ শাখা
৫	বিভাগীয় কমিশনার এর ত্রৈমাসিক সভা থেকে সকল জেলা প্রশাসককে গাইডলাইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে এজেন্ডা অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	মনিটরিং-১ শাখা

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১২/২০২২

মোঃ খাইরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
এবং
আহবায়ক, স্থানীয় সরকার বিভাগের
তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও
মনিটরিং টিম